০৫

যুগান্তর

তারিখ ... SEP 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬ ...

যুগান্তর

ন/গঞ্জ গণ বিদ্যানিকেতনে শিক্ষার্থীদের জলাবদ্ধতার কারণে নোংরা পানি ডিঙিয়ে চলাচল করতে হয়

মাধ্যমিক স্কুলগুলোর বেহাল অবস্থা

শরীফ উদ্দিন সবুজ, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। অবনতি ঘটছে শিক্ষার মানের। ঘুষ না দিলে ছাড় হচ্ছে না শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য সরকারি পাওনা। শিক্ষকরা গুরুতর কোন অপরাধ করলেও দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির কারণে পার পেয়ে যাচ্ছে অভিযুক্ত শিক্ষক। এ অবস্থায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন তাদের সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোর এ দুরবস্থার সুযোগে গড়ে উঠছে ইংলিশ মিডিয়াম নামধারী নতুন নতুন স্কুল। দুর্নীতি, অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে স্কুলগুলোর শিক্ষার পরিবেশ ভালো করা ও শিক্ষার মান উন্নত করার বদলে প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা দুর্নীতিবাজ, প্রভাবশালীদের সহায়ক হিসেবে কাজ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

অবস্থা : বেহাল স্কুলগুলোর

(৩য় পৃষ্ঠার পর) সূত্রের সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য জানা গেছে। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, নারায়ণগঞ্জ জেলায় মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা মোট ১৪৬টি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে তীব্র দলাদলি। এসব বিষয় নিয়ে অনেক স্কুলই এক বা একাধিক মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়েছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা শহরের স্কুলগুলোর। শিক্ষার মানের জন্য এক সময় নারায়ণগঞ্জের যেসব স্কুল ঢাকা বোর্ডের আলোচিত স্কুলগুলোর অন্যতম ছিল এসব কারণে এখন এ স্কুলগুলোর শিক্ষার মান নেমে গেছে নিচে। ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকরা তাদের দলাদলির হাতিয়ার হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। দুর্নীতি ও মামলা-মোকদ্দমার কারণে নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে আলোচিত স্কুলগুলোর কয়েকটি হচ্ছে-- নারায়ণগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গণবিদ্যা নিকেতন, নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমী প্রভৃতি।

'৯৭ সালে নারায়ণগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেন আমিনুল ইসলাম খন্দকার। শুরু থেকেই তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্কুলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠতে থাকে। শিক্ষকদের একাংশ এসবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির একাংশের রোষানলে পড়েন। ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের ঠেকাতে প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম খন্দকার ছাত্রদের মাঠে নামান তার পক্ষে। অন্যদিকে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষকদের অপর অংশও প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলনে নামায়। স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। বছরের পর বছর এ অবস্থা চলতে থাকে। আমিনুল ইসলাম খন্দকার দায়িত্ব নেয়ার আগে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ২১০০'র বেশি ছিল সেখানে তার সময়ে ছাত্র সংখ্যা একপর্যায়ে সাড়ে চারশ'তে নেমে আসে। তার বিরুদ্ধে মোট ৭টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে নগদ ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা আত্মসাতের মামলা, সাড়ে ছয় লাখ টাকার সরকারি চেক স্কুলের ফান্ডে জমা না দিয়ে নিজ একাউন্টে জমা দিয়ে উত্তোলনের অভিযোগে জেলা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। স্কুলের ছাত্ররা জানায়, প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি স্কুলের ৩য় তলার বিজ্ঞানাগার বন্ধ করে দিয়ে ডুপ্লেক্স আবাসিক গৃহ তৈরি করেন তার জন্য। আর স্কুল প্রাঙ্গণে থাকা প্রধান শিক্ষকের কোয়ার্টারটি পরিণত করেন গরুর খামারে। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ৮০০তে দাঁড়িয়েছে। এখন স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নাজমুল হক। তার বাসার ঠিকানা ও ফোন নম্বর স্কুলে গিয়ে পাওয়া যায়নি।

মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা সাবিকুন নাহার হাশমত পরীর বিরুদ্ধে ২০০২ সালে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে ম্যানেজিং কমিটি। ম্যানেজিং কমিটির নেতা দেলোয়ার হোসেন চুন্নুর এ স্কুলে পড়ুয়া মেয়ের নেতৃত্বে স্কুলের কিছু ছাত্রী নামিয়ে দেয়া হয় প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আন্দোলনে। ছাত্রীরা স্কুলে ভাংচুর, ক্লাস বর্জন, দোতলা থেকে বেঞ্চ ফেলে দেয়ার ঘটনা ঘটায়। এরপরও প্রধান শিক্ষিকাকে স্কুল থেকে বের করতে না পেরে ম্যানেজিং কমিটি সাবেক ছাত্রদল নেতা জাকির খানকে এনে প্রধান শিক্ষিকাকে হুমকি দিয়ে স্কুলের কোয়ার্টার থেকে উচ্ছেদ করে। পরে প্রধান শিক্ষিকা তার কাজে যোগদানের ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ নিয়ে এলেও ম্যানেজিং কমিটি তাকে স্কুলে ঢুকতে দেয়নি। তাদের পছন্দানুযায়ী শিক্ষিকাকে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদে বসায়। এসব ঘটনার কারণে স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। শিক্ষার মান নেমে যায়। সাবিকুন নাহার হাশমত পরী প্রধান শিক্ষিকা থাকাকালে মেয়েদের স্কুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করে নারায়ণগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে দুটি স্কুলে চলত তীব্র প্রতিযোগিতা। কিন্তু এ বছর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৭টি আর মর্গ্যান পেয়েছে মাত্র ৯টি। দুটি স্কুলে পাসের হার যথাক্রমে শতকরা ৯৪ ও শতকরা ৭০। এ বছরের মে-তে স্কুলের রান্নাঘর কতিপয় মিষ্টির দোকানদারকে অবৈধ ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার অভিযোগ জমা পড়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। এ ঘটনার পর স্কুল থেকে বের করার মূল হোতা দেলোয়ার হোসেন চুন্নু আল জয়নাল প্লাজায় এবং স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা মেরি বেগম হুদম প্লাজায় দুটি ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছেন। তারা ফ্ল্যাট কেনার টাকা কোথায় পেলেন এবং স্কুলের সব উন্নয়ন কার্যক্রমের দুর্নীতি হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করা দরকার। অভিযোগের ব্যাপারে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য দেলোয়ার হোসেন চুন্নু বলেন, স্কুল থেকে কোনরকম দুর্নীতি করে টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছি এরকম কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না। পারলে আতাউর রহমান এরকম কোন প্রমাণ দিক। পরী আপার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ...

এ ব্যাপারে, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মেরী বেগম বলেন, আমি কোন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই। স্কুলের সব আয়-ব্যয়ের হিসাব স্কুলেই আছে। পরী আপা যাওয়ার পর স্কুলের নিজস্ব ফান্ড থেকে ৭১ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি ভবন হয়েছে।

সূত্র জানায়, এ ভবন নির্মাণে জাতীয় পত্রিকায় কোন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। স্থানীয় একটি পত্রিকায় দেয়া হলেও ওই পত্রিকার ওইদিনের সব কপি কিনে নেয়া হয় যাতে টেন্ডারের খবর কেউ জানতে না পারে। পরে প্রধান শিক্ষিকা ও ম্যানেজিং কমিটির পছন্দানুযায়ী লোককে কাজের টেন্ডার দেয়া হয়। এ অভিযোগের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা বলেন, জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি তা সত্য। তবে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তার সব কপি কিনে নেয়ার ঘটনা সত্য নয়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই ঠিকাদার কাজ পেয়েছে।

মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ম্যানেজিং কমিটি নেই নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমী ও গণবিদ্যা নিকেতন হাইস্কুলে। বার একাডেমী স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ আমলাপাড়া গার্লস হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র দে'র বিরুদ্ধে। স্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানান, প্রধান শিক্ষক দিনের পর দিন স্কুলে আসেন না, ক্লাস নেন না। উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের কাছ থেকেও বেতন গ্রহণ করে, নিম্নমানের বই পাঠ্য করার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনীর কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে অনুত্তীর্ণ ছাত্রীদের উত্তীর্ণ, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, স্কুলে টিউবওয়েল না বসিয়ে টাকা আত্মসাৎসহ নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি এগার লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তার এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ৭ জুন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন খাতে ১০ লাখ ৬৬ হাজার টাকার দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা ও উন্নয়ন) কাছে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র দে নারায়ণগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসারের হয়ে শিক্ষা বোর্ডে নানারকম তদবির, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন টেন্ডার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাই বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য অভিযোগ উঠলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

এসব ব্যাপারে শীতল চন্দ্র দে বলেন, একটি মহল শত্রুতা করে আমার বিরুদ্ধে মনগড়া এসব দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে। এর নেপথ্যে রয়েছেন বর্তমান এডিসি (শিক্ষা)। তিনি বলেন, আমি বোর্ডে কোন ধরনের তদবির টেন্ডারবাজিতে যাই না। বোর্ডে যাই স্কুলের কাজে। স্কুলের কাজ করতে বাইরে থাকলে স্কুলে আমাকে পাওয়া যায় না।

জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আজিজুল হক প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র দে'র বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়া প্রসঙ্গে বলেন, সে আমার কোন কাজ করে দেয় এটা সত্যি নয়। আমি তাকে শেল্টার দেব কেন? শেল্টার দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার এখতিয়ার আমার নেই।

অনৈতিক আচরণের অভিযোগ

শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অমানুষের মতো আচরণের অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ছেলেদের স্কুলে কোন কোন শিক্ষক ছোটখাটো অজুহাতে ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করেন। আর মেয়েদের স্কুলে কোন কোন শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে অশ্লীল কথা, গায়ে হাত দেয়া, কুপ্রস্তাব দেয়াসহ অশালীন আচরণ করেন। ছাত্রদের বিভিন্ন অজুহাতে নির্দয়ভাবে পেটানোর সবচেয়ে বেশি অভিযোগ নারায়ণগঞ্জ সরকারি আইইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। কোন ছাত্রের অভিভাবক এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। গত ২৩ জুলাই এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করতে স্কুলে গেলে দেখা যায় দশম শ্রেণীর ছাত্র শিহাবকে স্কুলের শিক্ষক সিদ্দিক স্কুলের বারান্দায় কলাপসিবল গেটের ওপর ফেলে ইচ্ছামতো কিলঘুষি মারছিলেন। ছাত্রের অপরাধ, সে ছুটি চাইতে তাকে না জানিয়ে অন্য এক শিক্ষকের কাছে গিয়েছিল। ছাত্র নির্যাতনের ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল খালেক মিয়া কোন মন্তব্য করেননি। প্রায় প্রতিটি মেয়েদের স্কুলের দু'একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ রয়েছে। গণবিদ্যা স্কুলের শিক্ষক আলতাফ হোসেন সম্প্রতি স্কুলের এক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দিলে স্কুলের ছাত্রীরা তার বিরুদ্ধে মিছিল করে। এ স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার আহমদ হোসেন জানান, ওই শিক্ষককে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে শহরের নারায়ণগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ৪ মে স্কুলের ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থিত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কোয়ার্টারে শিক্ষক ধনঞ্জয় স্কুলের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। ঘটনার প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রীরা পরীক্ষা বর্জন করে স্কুলে মিছিল করে। স্কুল সূত্র জানায়, ধর্ষিতার পরিবার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রধান শিক্ষককে দায়িত্ব দিলেও প্রধান শিক্ষক কোন মামলা করেননি। তিনি ধর্ষক শিক্ষককে রক্ষার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ঘটনা তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়। এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র দে বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষককে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ধর্ষিতার পরিবার লিখিত কোন অভিযোগ করেনি। তাই ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নিয়েছি তাইতো বেশি। লিখিত ছাড়া আইনগত ব্যবস্থা নেব কিভাবে? তিনি ধর্ষক শিক্ষককে রক্ষার চেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

নারায়ণগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দুর্নীতি ও ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) আবদুল মজিদ বলেন, জেলা প্রশাসনের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্তেও স্কুলের এসব ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। এসব ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি। কিন্তু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ডিজি অথবা বোর্ডই ব্যবস্থা নিতে পারে।

কোচিংয়ের নামে টাকা ও এসএসসি পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি আদায়

এসএসসি পরীক্ষা এলেই নারায়ণগঞ্জের স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে পরীক্ষার বোর্ড নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগ ওঠে। এ বছর নির্ধারিত পরীক্ষার ফি ছিল নিয়মিত ৫৫৫ টাকা অনিয়মিত ৬৩০ টাকা। জিপিএ সম্মান ৬৪৫ টাকা। বোর্ড ফি'র সঙ্গে স্কুলের অগ্রিম বেতন, কম্পিউটার ফি বা অন্যান্য সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষার্থী প্রতি ফি সর্বোচ্চ ১২শ' টাকা হতে পারে। এর বেশি হওয়ার কোন কারণ নেই বলে জানালেন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু বাস্তবে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চারগুণ পর্যন্ত আদায় করা হয়ে থাকে।

স্কুলগুলোর কিছু সমস্যা

মামলা সংক্রান্ত জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে ম্যানেজিং কমিটি কাজ করতে না পারায় গণবিদ্যা নিকেতন, বার একাডেমী, নারায়ণগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুলে রয়েছে শিক্ষক সঙ্কট।